আমতলীতে এক লাখ টাকাসহ পৌরসভার উপ-সহকারী প্রকৌশলী গ্রেফতার।

লেখক: প্রকাশক | প্রকাশিত: 24 November 2026, 12:29 AM | বিভাগ: সারাদেশ



আমতলীঃ দুদকের হাতে এক লাখ টাকাসহ উপ-সহকারী প্রকৌশলী গ্রেপ্তার।

বরগুনার আমতলী পৌরসভার উপ-সহকারী প্রকৌশলী মো. রুবেল খানকে এক লাখ টাকাসহ গ্রেপ্তার করেছে দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) পটুয়াখালী সমন্বিত জেলা কার্যালয়ের একটি দল। সোমবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে সাবেক পৌর মেয়র মতিয়ার রহমানের পরিত্যক্ত একটি বাড়ির কক্ষ থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরে তাঁকে আমতলী থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

দুদকের দাবি, পৌরসভার সৌন্দর্যবর্ধন কাজের সাব-ঠিকাদার মোঃ নোমান রেজার কাছ থেকে ঘুষ নেওয়ার সময় রুবেল খানকে হাতেনাতে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, আমতলী পৌরসভার সৌন্দর্যবর্ধনের জন্য বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের অধীনে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ১২ কোটি ৫৬ লাখ ৯৮ হাজার ৩২৩ টাকা ব্যয়ে এলজিসিআইআরপি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। ২০২৪ সালের এপ্রিল মাসে তৎকালীন পৌর মেয়র মতিয়ার রহমান প্রকল্পের দরপত্র আহ্বান করেন। অভিযোগ রয়েছে, গোপনে ঝালকাঠির ইসলাম ব্রাদার্স নামের একটি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানকে কাজটি দেওয়া হলেও প্রকল্পের অধিকাংশ কাজ সাব-ঠিকাদারের মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে। বর্তমানে কাজটির তদারকির দায়িত্বে ছিলেন পৌরসভার উপ-সহকারী প্রকৌশলী রুবেল খান।

সাব-ঠিকাদার নোমান রাজোর অভিযোগ, কাজের বিভিন্ন বিষয়ে রুবেল খান তাঁর কাছে এক লাখ টাকা ঘুষ দাবি করেন। সোমবার বেলা ১১টার দিকে সাবেক মেয়র মতিয়ার রহমানের পরিত্যক্ত বাড়ির একটি কক্ষে ওই টাকা দেওয়ার সময় দুদকের দল রুবেল খানকে গ্রেপ্তার করে।

তবে অভিযোগ অস্বীকার করে রুবেল খান বলেন, সাবেক মেয়র মতিয়ার রহমান অতীতে পৌরসভার উন্নয়নকাজে অনিয়ম করে বিপুল অর্থ আত্মসাৎ করেছেন। এখনো তিনি পৌরসভার বিভিন্ন কাজে অনিয়মের মাধ্যমে অর্থ হাতিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছেন। এতে রাজি না হওয়ায় তাঁর লোকজনকে ব্যবহার করে পরিকল্পিতভাবে তাঁকে ফাঁসানো হয়েছে।

রুবেল খানের দাবি, সাবেক মেয়র মতিয়ার রহমানের বিরুদ্ধে দুদকে মামলা রয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ এবং বর্তমান ঘটনার পেছনের প্রকৃত বিষয়টি দুদকের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা নিরপেক্ষভাবে তদন্ত করলেই বেরিয়ে আসবে।

অন্যদিকে সাব-ঠিকাদার নোমান রাজো বলেন, পৌরসভার উপ-সহকারী প্রকৌশলী রুবেল খান তাঁর কাছ থেকে এক লাখ টাকা ঘুষ নিয়েছেন। ওই টাকা দেওয়ার সময়ই দুদক তাঁকে গ্রেপ্তার করে। তবে কাজের মান নিয়ে আপত্তির কারণে পরিকল্পিতভাবে প্রকৌশলীকে ফাঁসানো হয়েছে কি না—এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি স্পষ্ট কোনো উত্তর না দিয়ে এড়িয়ে যান।

পটুয়াখালী সমন্বিত জেলা কার্যালয়ের দুদকের সহকারী পরিচালক তাপস বিশ্বাস বলেন, ঘুষের এক লাখ টাকাসহ রুবেল খানকে হাতেনাতে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। দুদকের কাছে আগে থেকে সরবরাহ করা তথ্যের সঙ্গে তাঁর কাছে পাওয়া টাকার নম্বরের মিল রয়েছে। এ ঘটনায় দণ্ডবিধি ১৮৬০-এর ১৬১ ধারা এবং দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন, ১৯৪৭-এর ৫(২) ধারায় মামলা করা হয়েছে। পরে তাঁকে আমতলী থানায় সোপর্দ করা হয়েছে।

আমতলী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. ইয়াকুব হোসাইন বলেন, দুদক রুবেল খানকে গ্রেপ্তার করে থানায় হস্তান্তর করেছে। তাঁকে থানা হেফাজতে রাখা হয়েছে। আইনি প্রক্রিয়া শেষে আদালতে

পাঠানো হবে।

আমতলী উপজলো নর্িবাহী কর্মকর্তা ও পৌরসভার প্রশাসক হাসান মো. হাফজিুর রহমান বলনে, বষিয়টি তনিি জনেছেনে। সুষ্ঠু তদন্তরে ভত্তিতিে সরকারি চাকরবিধিি অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নওেয়া হবে।

© 2026 আপনার নউিজ পোর্টাল। সর্বস্বত্ব সংরক্ষতি।
এই প্রতবিদেনটি আমাদরে ওয়বেসাইট থকেে ডাউনলোড করা হয়ছে।